শ্রী শ্রী মাতঙ্গীধ্যানম্ঃ

তালীদলেনার্পিতকর্ণভূষাং
মাধ্বীমদোদ্ঘূর্ণিতনেত্রপদ্মাম্ ।
ঘনস্তনীং শম্ভুবধূং নমামি ।
তডিল্লতাকান্তিমনর্ঘ্যভূষাম্ ॥ ১॥

ঘনশ্যামলাঙ্গীং স্থিতাং রত্নপীঠে
শুকস্যোদিতং শৃণ্বতীং রক্তবস্ত্রাম্ ।
সুরাপানমত্তাং সরোজস্থিতাং শ্রীং
ভজে বল্লকীং বাদয়ন্তীং মতঙ্গীম্ ॥ ২॥

মাণিক্যাভরণান্বিতাং স্মিতমুখীং নীলোৎপলাভাং বরাং
রম্যালক্তক লিপ্তপাদকমলাং নেত্রত্রয়োল্লাসিনীম্ ।
বীণাবাদনতৎপরাং সুরনুতাং কীরচ্ছদশ্যামলাং
মাতঙ্গীং শশিশেখরামনুভজে তাম্বূলপূর্ণাননাম্ ॥ ৩॥

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং বেদৈঃ করৈর্বিভ্রতীং
পাশং খেটমথাঙ্কুশং দৃঢমসিং নাশায় ভক্তদ্বিষাম্ ।
রত্নালঙ্করণপ্রভোজ্বলতনুং ভাস্বৎকিরীটাং শুভাং
মাতঙ্গীং মনসা স্মরামি সদয়াং সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদাম্ ॥ ৪॥

দেবীং ষোডশবার্ষিকীং শবগতাং মাধ্বীরসাঘূর্ণিতাং
শ্যামাঙ্গীমরুণাম্বরাং পৃথুকুচাং গুঞ্জাবলীশোভিতাম্ ।
হস্তাভ্যাং দধতীং কপালমমলং তীক্ষ্ণাং তথা কর্ত্রিকাং
ধ্যায়েন্মানসপঙ্কজে ভগবতীমুচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীম্ ॥ ৫॥

ইতি শ্রীমাতঙ্গীধ্যানম্ ॥

দশমহাবিদ্যার নবম মহাবিদ্যা হলেন শ্রী শ্রী মাতঙ্গী..! স্নেহময়ী জ্ঞানমুর্তি নবমা দেবী সমস্ত বিপদ থেকে ভক্তকে ত্রাণ করেন। মতঙ্গাসুরকে বধ করেছিলেন বলে তিনি মাতঙ্গী নামে পরিচিতা হন। শিবের নাম মাতঙ্গ, তার শক্তি মাতঙ্গী। মাতঙ্গী কে দেখলে ভুল করে সরস্বতী মনে হতে পারে।

মুর্তিতত্ত্বঃ
মাতঙ্গীর দেহবর্ণ সবুজ, তাঁর এক হাতে বীণা, অন্য হাতে তরবারি, মহাখর্পর এবং বরাভয়। তাঁর সঙ্গী হিসেবে টিয়াপাখিকে কল্পনা করা হয়।ত্রি-নয়নী দেবীর কপালে শিবের মতো আবার চাঁদ ও শোভা পাচ্ছে। গলায় কলহার ফুলের মালা পরে রয়েছেন। বীনা বাদনরতা দেবী মাতঙ্গীর পরিধানে সুবদ্ধ চেলি সুশোভিত। তিনি রক্তবর্ণ শাড়ী পরিহিতা আর হাতে শঙ্খপাত্র ধরে আছেন, তার মুখমণ্ডলে মধুপানের মৃদু আভা এবং ললাটে সুন্দর টিপ শোভা পাচ্ছে। এর বল্লকী (বীণা) ধারণ নাদের প্রতীক। কাকাতুয়ার পড়া গ্ৰহীং বর্ণের উচ্চারণ বীজমন্ত্রের প্রতীক।

পৌরাণিক তত্ত্ব অনুযায়ী দেবী মাতঙ্গী উৎসঃ
মহাদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী পার্বতী একদিন পিতৃগৃহে যেতে চেয়েছিলেন। মহাদেব ও চেয়েছিলেন যেতে! হিমালয়ে শিবকে আমন্ত্রণ জানান নি। পার্বতী বহুবার করে শিবকে যেতে বললেও শিব গেলেন না। তবে কথা দিলেন পার্বতীকে আনতে যাবেন। পার্বতী

পিতৃগৃহে গিয়ে শিবের কথা প্রায় ভুলেই গেলেন, শিব তখন এক মনিকারের ছদ্মবেশে হিমালয় যে পার্বতীর পিতৃগৃহে গেলেন !! মেয়েরা তো চিরকালই পাড়ার ইমিটেশনের দোকানে ভিড় জমায়। পার্বতীও তো মেয়ে নাকি !! যথারীতি বেশ কয়েকটা গয়না পছন্দ করে শিবকে মূল্য জিজ্ঞাসা করেন, শিব তার বিনিময়ে পার্বতীকে চাইলেন ! পার্বতী তো অবাক হয়ে গেলেন,একটা মনিকারের এতো স্পর্দ্ধা ,তাই আবার শিবের পত্নী ! তখনি তার মনে হলো এ নির্ঘাত মহাদেব। তিনি মহাদেব কে বললেন, তার ইচ্ছা পূরণ করবেন, কিন্তু সঠিক সময়ে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মহাদেব এর কাছে পার্বতী এক বিশেষ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেন , তাকে দেখে শিব অবাক হয়ে বললেন , কে আপনি দেবী। কেনই বা এখানে। আপনার কি বা উদ্দেশ্য। ছদ্মবেশী পার্বতী বললেন , আমি তপস্যা করতে এসেছি। আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমি এক চণ্ডালিকা ,তপস্যা করতে এসেছি, দেবী হতে চাই। মহাদেব বললেন, আপনি আমাকে বিবাহ করুন। আমি মহাদেব। আমি পার্বতীর ন্যায় আপনাকে দেবী বানিয়ে দেব।

পার্বতী এবার বুঝলেন শিব রসিকতা করছেন। পার্বতী মহাদেব এর সঙ্গে মিলিত হন।এরপর পার্বতী বললেন -হে দেবাদিদেব মহাদেব , আপনার থেকে নিজেকে লুকাবো ,আমার সাধ্য কি? বড়ো আনন্দ পেলাম এই খেলা খেলে। শিব বললেন , পার্বতী আমাকে পাওয়ার জন্যই তো তোমার এতো খেলা। তোমার এই বিশেষ রূপের নাম দিলাম মাতঙ্গী !

শ্রীমাতঙ্গীস্তোত্রপুষ্পাঞ্জলিঃ

অস্তি নানাবিধংশস্তং বস্তুনাবৈণিকেন বঃ ।
অমৃতাম্বুনিধের্মধ্যে মাণিক্য দ্বীপমাশ্রয়ে ॥ ১॥

সুধাতরঙ্গ সঞ্চারিমারুতস্পর্শ শীতলম্ ।
কল্পদ্রুমকদম্বালি পারিজাতপটীরকৈঃ ॥ ২॥

নিবিডীকৃতমুদ্যানং নিষেবে নির্ভরোৎসবম্ ।
তদলসলতোন্মীলৎকুসুমামোদ মেদুরম্ ॥ ৩॥

জাগর্তি মানসে মৎকেতরুণং নীপকাননম্ ।
তস্যান্তরালতরলামুক্তমুক্তালতাততেঃ ॥ ৪॥

জ্যোতির্ময়মহন্নৌমি মহিতং রত্নমণ্ডপম্ ।
সরস্বত্যা চ লক্ষ্ম্যা চ পূর্বাদিদ্বারভূমিষু ॥ ৫॥

শঙ্খপদ্মনিধিভ্যাং চ সততাধ্যুষি সংস্তুবে ।
ইন্দ্রাদীন্লোকপালান্ চ সায়ুধান্ সপরিচ্ছদান্ ॥ ৬॥

মণ্ডপস্যবহির্ভাগেহপ্যষ্টদিক্ষু ক্রমস্থিতান্ ।
অথধ্যায়ামি রত্নার্চিরয়ত্নাক্লৃপ্তদীপিকাম্ ॥ ৭॥

হরিচন্দন সংলিপ্তাং হারিণীং মণিদীপিকাম্ ।
তত্রত্রিকোণ পঞ্চারাষ্টারষোডশপত্রকৈঃ ॥ ৮॥

অষ্টাষ্টধারবেদাস্ত্রৈশ্চিন্ময়ং বক্ত্র মীমহে ।
তস্যমধ্যে কৃতানাসাম সাধারণ বৈভবাম্ ॥ ৯॥

ইন্দুরেখাবতীমেণী লোচনাং বেণীশালিনীম্ ।
হাসাংশূল্লাসনাসীর নাসাভরণ মৌক্তিকাম্ ॥ ১০॥

মদরক্তকপোলশ্রী মগ্নমাণিক্য দর্পণাম্ ।
আনন্দহারিণীং তালদিলতাটঙ্কধারিণীম্ ॥ ১১॥

উচ্চপীনকুচামচ্ছহারাং তুচ্ছবলগ্নকাম্ ।

Published on: Jan, 14 2023 11:51

সুকুমারভুজাবল্লী বেল্লৎকঙ্কণরিঙ্খণাম্ ॥ ১২॥

বামস্তনমুখন্যস্ত বীণাবাদবিনোদিনীম্ ।
বলিনাভিনভোভূত কাঞ্চী হারিপ্রভাং শুভাম্ ॥ ১৩॥

ন্যস্তৈকচরণাং পদ্মে সলীলাসালসাননাম্ ।
অনর্ধ্যলাবণ্যবতীং মাদিনীং বর্ণ মাতৃকাম্ ॥ ১৪॥

অনঙ্গ শক্তিজীবাতু তদ্বিক্ষেপ হরাঙ্গনাম্ ।
ত্র্যস্রেরতিং প্রীতিমপি প্রণমামি মনোভবাম্ ॥ ১৫॥

দ্রাবণংরোষণঞ্চৈব বন্ধনং মোহনং তথা ।
অস্ত্রমুন্মাদনাখ্যং চ পঞ্চমং পাতু মে হৃদি ॥ ১৬॥

কামরাজং চ কন্দর্পং মন্মথং মকরধ্বজম্ ।
মনোভবং চ পঞ্চার কোণাগ্রাবস্থিতং স্তুমঃ ॥ ১৭॥

ব্রাহ্মীং মাহেশ্বরীং চৈবকৌমারীং বৈষ্ণবীমপি ।
বারাহীমপি মাহেন্দ্রীং চ চামুণ্ডাং চণ্ডিকাং নুমঃ ॥ ১৮॥

লক্ষ্মীঃ সরস্বতীচৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ ।
কীর্তিশ্শান্তিচ পুষ্টিশ্চতুষ্টিরিত্যষ্টকং ভজে ॥ ১৯॥

বামাজ্যেষ্ঠা চ রৌদ্রী চ শান্তিঃ শ্রদ্ধাসরস্বতী ।
ক্রিয়াশক্তিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ সৃষ্টিশ্চৈবতু মোহিনী ॥ ২০॥

তথাপুর্ণাদিনে চাশ্বাসিনীবালী তথৈব চ ।
বিদ্যুন্মালিন্যথসুরা নন্দাদ্যা নাগবদ্ধিকা ॥ ২১॥

ইতিষোডশ শক্তীনাং মণ্ডলং মানয়ামহে ।
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ড ক্রোধনোন্মত্তভৈরবাঃ ॥ ২২॥

কপালীভীষণশ্চৈব সংহারশ্চেতি পান্ত্বমী ।
মাতঙ্গীং সিদ্ধলক্ষ্মীং চ মহামাতঙ্গিকামপি ॥ ২৩॥

মহতীং সিদ্ধলক্ষ্মীং চ তুর্যাং চ তদুপাস্মহে ।
গণনাথশ্চ দুর্গা চ বটুকঃ ক্ষেত্রপোঽবতু ॥ ২৪॥

শক্তিরূপাণি চাঙ্গানি মনসাঙ্গী করোম্যহম্ ।
হংসমূর্তিঃ স চ পরঃ প্রকাশানন্দ দেশিকঃ ॥ ২৫॥

পূর্ণোনিত্যশ্চবরুণঃ পাতু মাং পঞ্চদেশিকী ।
শিবৎেবাংশেষকাদেবি মাতঙ্গেশ্বরি মানয়ে ॥ ২৬॥

ঈক্ষে চ মানসমেৎকে ক্ষেত্রপালং কৃপালয়ম্ ।
শুকিনী শোকনির্হন্ত্রী সবীণাবেণি ভাসুরা ॥ ২৭॥

সুরার্চিতা প্রসন্না চ সংবিদ্ভবতি শাম্ভবী ॥ ২৮॥

মদনেশোণা পদপাঙ্গকোণা বিভক্তবীণা নিগমপ্রবীণা ।
এণাঙ্ক চূডাকরুণাধুরীণা প্রীণাতু বঃ পোষতি পুষ্পবাণা ॥ ২৯॥

সংবিন্ময়ংরুদ্র বসন্নতোষিনঃ সাধকীন্দ্র ভৃঙ্গকুলঃ ।
কমপুষ্পাঞ্জলি রেষমতাং মাতঙ্গকন্যকা যাঃ ॥ ৩০॥

ইতি শ্রীমাতঙ্গীস্তোত্রপুষ্পাঞ্জলিঃ সমাপ্তা ॥

Published on: Jan, 14 2023 11:51